অ–ঘটন

শর্মিষ্ঠা দাস

লোকটার সুখ নেইকো মনে। জীবনে কখনোই লোকের কাছে বড়াই করে বলার মত কিছু ঘটল না।

অযোধ্যা পাহাড়ে স্কুলের পিকনিকে গিয়ে বন্ধু অমল পা ফসকে ঝর্ণায় পড়ে গেছিল। তারপর হ্যাঁচোড় প্যাচোড় করে হাঁটু পর্যন্ত পা ভিজিয়ে, দু-এক জায়গায় নুনছাল উঠিয়ে পাড়ের পাথর ধরে উঠে পড়েছিল। আসলে ঝর্ণাটা মোটেই ভেসে চলে যাওয়ার মত ছিল না— নেহাতই বড় নালা, কিন্তু এরজন্য— স্রেফ এই ঘটনার জন্যেই পুরো স্কুলজীবনে অমল সবার কাছে 'হিরো' হয়ে রইল।

যৌবনে দু'একটা ছুটকো প্রেম প্রায় সবার-ই হয়। বন্ধুদের সে সব নিয়ে কত নিত্যনতুন গল্পগাথা। সাহানা বিট্রে করার পর প্রদীপ আত্মহত্যা করতে গিয়ে অল্পের জন্য বেঁচে গেছিল– দড়িটা প্রদীপের দেড়মনি ওজন সইতে না পেরে শেষধাপে গিয়ে ছিঁড়ে গেল যে! এমনকি এ ঘটনাও কতদিন লোকের মুখে মুখে ফিরেছিল। লোকটার জীবনে 'প্রেম' ই হল না তো আবার ব্যর্থপ্রেম?

চাকরি জীবনেও কতজনের কত রোমহর্ষক ঘটনা!

সুকান্ত-র বিদেশে গিয়ে ডলার কামানোর গল্প। বিজনের সিঙ্গাপুরে ব্রেকফাস্ট সেরে ব্যাঙ্গালোরে মিটিং করে দিল্লীতে লাঞ্চ সেরে কলকাতায় মায়ের হাতের লাউচিংড়ী দিয়ে ডিনার— পরদিন ভোরে হিথরো-র ফ্লাইট ধরার গল্প। এমনকি অবনীদার চাকরি খুইয়ে প্লাটফর্মে লটারির টিকিট বিক্রি করার কথা, মিঃ চ্যাটার্জীর দিন দুপুরে ঘুষ নেওয়ার কথাও সবাই কেমন উত্তেজিত হয়ে আলোচনা করে। লোকটা সাদামাটা অফিসে যায় আর আসে। নিদেনপক্ষে একটা পকেটমারও হলনা জীবনে— যা নিয়ে একটু চোখ বড় করে বলা যায়।

অফিসের কলিগ বিপিনের ছেলে জয়েন্ট এন্ট্রান্সে সেকেণ্ড সেকেণ্ড হল। ওঃ—

বিপিনকে নিয়ে সে কি নাচানাচি, যেন পরীক্ষাটা ও-ই দিয়েছে। বিভাসের ছেলে বাইশ বছর বয়সে আই আই এম থেকে বেরিয়েই মাসে দেড় লাখ, ঘোষবাবুর মেয়ের কন্ডোমের বিজ্ঞাপনের মডেলিং— আজকাল এসব যদিও জলভাত, ওদের ছা পোষা বন্ধু মহলে এগুলোও অলোড়ন তোলে। লোকটার কপালে কিছুই জোটেনা — ছেলেটা নেহাতই সাধারণ, মেয়েটাও নির্জীব ঘরপোষা।

রিটায়ার করাও হয়ে গেল চাকরি থেকে। দিন চলে যায়, শুধু দিন চলে যায়। কিছু একটা ঘটবে এই আশায় আশায় লোকটার দিন চলে যায়।

নির্বিঘ্নে কয়েকবছর পেনশন তোলাও হয়ে গেল। এরমধ্যে বন্ধুরা কেউ হার্টের বাই-পাস সার্জারি করিয়ে এল, কেউ বেলুন অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি। পেসমেকার তো মুড়ি মুড়কির মত সবার হৃদয়ে। শ্যামল সেরিব্রাল অ্যাটাকের পরও রীতিমত হাঁটছে — বড় হাসপাতালে লাখ কয়েক টাকা খরচ হয়েছে— তা হোক, মাথার খুলি ফুটো করে জমাট রক্ত বার করার অপারেশন বলে কথা! কি রোমহর্ষক... —সবাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছে।

আর লোকটার— হতভাগ্য আর কাকে বলে! ব্লাডপ্রেসারও এক চুল বাড়ে না, সুগার ও চরম স্থিতিশীল।

সেদিন সন্ধ্যের আড্ডা সেরে লোকটা ফিরছিল। কলেজ ফেরত আকাশী চুড়িদার পরা মিষ্টি মেয়েটার পেছনে এক ডজন ছেলে! কুৎসিত ইভ্‌টিজিং! লোকটা কিছু না ভেবেই সামনের ছেলেটার চোয়ালে মারল এক ঘুষি, তার পাশেরটাকে পটাপট দু-চড়। তার পেছনের ছেলেটাকে লাফিয়ে আর মারা হল না— তার আগেই পেটে ভোজালি ঢুকে গেল।